তৃতীয় অধ্যায়

মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান

যে কোন দেশের অর্থনীতিতে মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান এই তিনটি সূচক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ভোক্তা মূল্যসূচক (CPI) দ্বারা মূল্যস্ফীতি পরিমাপ করা হয়ে থাকে। ভোক্তা মূল্যসূচক অনুসারে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৫.৭৮ শতাংশ , যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫.৪৪ শতাংশ। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৪৪ শতাংশে। মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সতর্ক মুদ্রানীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিবিএস পরিচালিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭ অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৬.৩৫ কোটি (পুরুষ ৪.৩৫ কোটি এবং মহিলা ২ কোটি)। এ শ্রমশক্তির মধ্যে ৬.০৮ কোটি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭ এ কৃষি খাতে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তি হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪০.৬ শতাংশে। বাংলাদেশের মজুরি হার সূচক (ভিত্তি বছর ২০১০-১১) অনুসারে নামিক (Nominal) মজুরি হার সূচক ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের ক্রমবর্ধমান কর্মসৃজনের পাশাপাশি বেকারত্ব হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৮.৮০ লক্ষ লোক কর্মসংস্থান নিয়ে বিদেশ গমন করেছে। চলতি অর্থবছরের মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ৫.৫৭ লক্ষ কর্মী বিদেশ গমন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রবাসী কর্মীরা মোট ১৪,৯৮১.৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। উল্লেখ্য, চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ১১,৮৬৮.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স দেশে প্রেরণ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.২৮ শতাংশ বেশি। জনশক্তি রপ্তানি নির্বিঘ্ন করার প্রয়াসে অভিবাসন ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশনসহ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে। রেমিট্যান্স প্রবাহকে নির্বিঘ্ন রাখার জন্য ও বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণকে উৎসাহিত করার জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ভোক্তার দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় ব্যবহৃত খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত পণ্য ও সেবা সামগ্রীকে অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক (CPI) প্রণয়ন করে থাকে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে বর্তমানে জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক প্রকাশ করা হচ্ছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপ (Household Income and Expenditure Survey, 2005-06) হতে এ মূল্যসূচকে ব্যবহৃত সূচক-ঝুড়ির (Index basket) পণ্য ও ভার (Weight) নেয়া হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত জাতীয় পর্যায়ে ভোগ্যপণ্যের তালিকা, গ্রামীণ অধিবাসীদের ভোগ্যপণ্যের তালিকা ও নগর এলাকার অধিবাসীদের ভোগ্যপণ্যের তালিকা ব্যবহার করে যথাক্রমে জাতীয় (National) মূল্যসূচক, গ্রামীণ (Rural) মূল্যসূচক এবং নগর (Urban) মূল্যসূচক নির্ণয় করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে ভোক্তার মূল্যসূচক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ও নগর এলাকার ভোগ-ব্যয়ের ভিত্তিতে নিরুপিত ভারিত গড় (Weighted average) পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় । সকল মূল্যসূচক খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যা আরো কতিপয় উপভাগে বিভক্ত। বাংলাদেশে ভোক্তা মূল্যসূচক থেকে মূল্যস্ফীতি নিরূপণ করা হয়। সারণি ৩.১ ও লেখচিত্র ৩.১ -এ ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতির গতিধারা দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.১ঃ জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি (ভিত্তি বছর ২০০৫-২০০৬=১০০)

	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
সাধারণ সূচক	১৩২.১৭	১৪১.১৮	১৫৬.৫৯	১৭০.১৯	১৮১.৭৩	১৯৫.০৮	২০৭.৫৮	২১৯.৮৬	২৩১.৮২	২৪৫.২২
(মূল্যস্ফীতি)	(৭.৬০)	(৬.৮২)	(১০.৯১)	(৮.৬৯)	(৬.৭৮)	(৭.৩৫)	(৬.৪১)	(৫.৯২)	(৫.৪৪)	(৫.৭৮)
খাদ্য সূচক	১৪০.৬১	১৪৯.৪০	১৭০.৪৮	১৮৩.৬৫	১৯৩.২৪	২০৯.৭৯	২২৩.৮০	২৩৪.৭৭	২৪৮.৯০	২৬৬.৬৪
(মূল্যস্ফীতি)	(৭.৯১)	(৬.২৫)	(১৪.১১)	(৭.৭২)	(৫.২২)	(৮.৫৬)	(৬.৬৮)	(৪.৯০)	(৬.০২)	(৭.১৩)
খাদ্য-বহির্ভূত সূচক	১২৭.৩৬	১৩০.৬৬	১৩৮.৭৭	১৫২.৯৪	১৬৬.৯৭	১৭৬.২৩	১৮৬.৭৯	২০০.৬৬	২০৯.৯২	২১৭.৭৬
(মূল্যস্ফীতি)	(৭.১৪)	(৭.৬৬)	(৬.২১)	(১০.২১)	(৯.১৭)	(৫.৫৫)	(৫.৯৯)	(৭.৪৩)	(৪.৬১)	(৩.৭৪)

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

লেখচিত্র ৩.১ঃ জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি

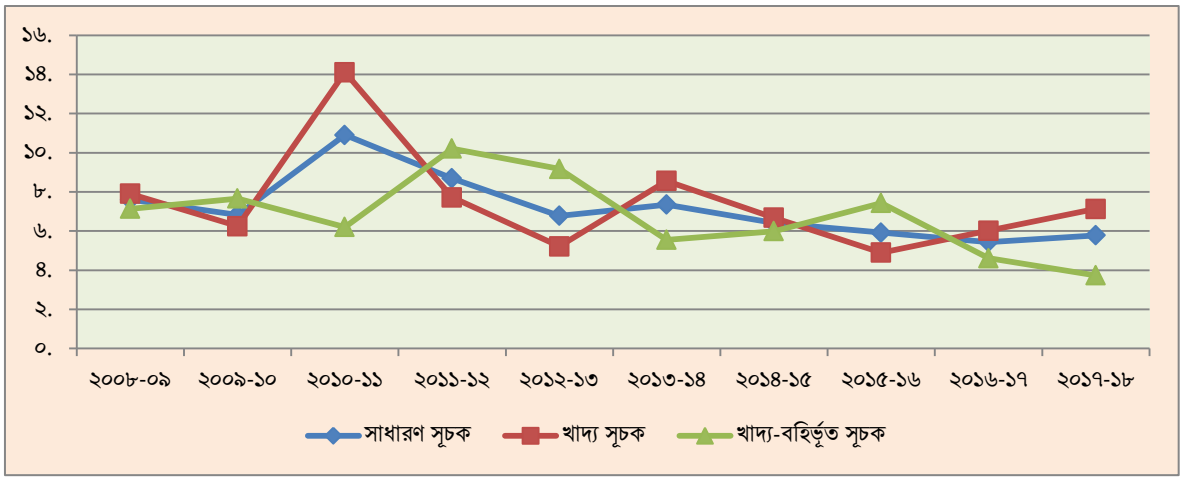

সারণি ৩.১ ও লেখচিত্র ৩.১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে,গত ১০ বছরের মধ্যে ২০১০-১১ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ছিল সর্বোচ্চ ১০.৯১ শতাংশ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল সর্বনিম্ন ৫.৪৪ শতাংশ । ভোক্তা মূল্যসূচক অনুসারে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৫.৭৮ শতাংশ। এ সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির চেয়ে বেশি ছিল।

জুলাই ২০১৮ তে জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ মূল্যন্ফীতি ছিল ৫.৫১ শতাংশ। সরকার মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সহায়ক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশ ও বিনিয়োগবান্ধব সতর্ক মুদ্রানীতি গ্রহণ করা হয়েছে। জুলাই ২০১৮ থেকে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৪৪ শতাংশে। এ সময়ের ব্যবধানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০১৮ এ ৬.১৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০১৯-এ দাঁড়িয়েছে ৫.৭২ শতাংশে। কিন্তু একই সময়ে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০১৯-এ দাঁড়িয়েছে ৫.২৯ শতাংশে যা জুলাই ২০১৮ এ ছিল ৪.৪৯ শতাংশ। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ)-তে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মূল্যস্ফীতি ৫.৬ শতাংশ হতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির ধারা সারণি ৩.২ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ৩.২ঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির (Point to point) ধারা

(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬=১০০)

পর্যায়	মূল্যস্ফীতির ধরণ	২০১৭-১৮	জুলাই'১৮	আগস্ট'১৮	সেপ্টে.'১৮	অক্টো.'১৮	নভে.'১৮	ডিসে.'১৮	জানু.'১৯	ফেব্রু.'১৯	মার্চ'১৯	গড় মূল্যস্ফীতি (জুলাই-মার্চ'১৯)
জাতীয়	সাধারণ	৫.৭৮	৫.৫১	৫.৪৮	৫.৪৩	৫.৪০	৫.৩৭	৫.৩৫	৫.৪২	৫.৪৭	৫.৫৫	৫.৪৪
	খাদ্য	৭.১৩	৬.১৮	৫.৯৭	৫.৪২	৫.০৮	৫.২৯	৫.২৮	৫.৩৩	৫.৪৪	৫.৭২	৫.৫২
	খাদ্য-বহির্ভূত	৩.৭৪	৪.৪৯	৪.৭৩	৫.৪৫	৫.৯০	৫.৪৯	৫.৪৫	৫.৫৭	৫.৫১	৫.২৯	৫.৩২
গ্রাম	সাধারণ	৫.৬৯	৫.০৪	৫.০৫	৪.৯৯	৪.৮৭	৪.৯১	৪.৯১	৫.১৪	৫.২৬	৫.৩৮	৫.১১
	খাদ্য	৬.৯০	৫.৩৪	৫.৩৪	৪.৮৬	৪.৫২	৪.৮৪	৪.৮৪	৫.২৮	৫.৪৮	৫.৮০	৫.১৪
	খাদ্য-বহির্ভূত	৩.৪৮	৪.৪৯	৪.৫১	৫.২২	৫.৫৩	৫.০৬	৫.০৫	৪.৮৯	৪.৮৬	৪.৫৮	৪.৯১
শহর	সাধারণ	৫.৯৫	৬.৩৭	৬.২৮	৬.২৩	৬.৩৮	৬.২১	৬.১৪	৫.৯৩	৫.৮৫	৫.৮৬	৬.১৩
	খাদ্য	৭.৬৩	৮.০৮	৭.৩৯	৬.৬৫	৬.৩৫	৬.৩২	৬.২৭	৫.৪৩	৫.৩৮	৫.৫২	৬.৩৭
	খাদ্য-বহির্ভূত	৪.০৮	৪.৫০	৫.০৪	৫.৭৪	৬.৪১	৬.০৯	৫.৯৯	৬.৫০	৬.৩৯	৬.২৪	৫.৮৭

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মজুরি হার সূচক

বিবিএস ১৯৭৪ সাল হতে ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক (Wage Rate Index) নির্ণয় করে। বর্তমানে ২০১০-১১ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক (Wage Rate Index) নির্ণয় করা হয়। সারণি ৩.৩-এ পরিবর্তিত ভিত্তি বছর অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত মজুরি হার সূচক ও শ্রমিকদের মজুরি প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) দেয়া হলোঃ

সারণি ৩.৩ঃ মজুরি হার সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার

(ভিত্তি বছরঃ ২০১০-১১=১০০)

বছর	নামিক মজুরি হার সূচক				প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট)			
	সাধারণ	কৃষি	শিল্প	সেবা	সাধারণ	কৃষি	শিল্প	সেবা
২০১৩-১৪	১১৮.৮২	১১৮.৪৪	১১৯.০৭	১২০.১৬	৫.৫০	৫.৬৮	৪.৯৭	৫.৭৫
২০১৪-১৫	১২৪.৬৯	১২৪.৫১	১২৪.৩৮	১২৬.১৫	৪.৯৪	৫.১২	৪.৪৭	৪.৯৮
২০১৫-১৬	১৩২.৮১	১৩২.৪৮	১৩২.০২	১৩৬.০৩	৬.৫২	৬.৪১	৬.১৬	৭.৮৬
২০১৬-১৭	১৪১.৪৬	১৪১.২২	১৪০.২৭	১৪৫.০১	৬.৫০	৬.৫৯	৬.২৪	৬.৬০
২০১৭-১৮	১৫০.৫৯	১৫০.২৭	১৪৯.৪৫	১৫০.৪৪	৬.৪৬	৬.৪০	৬.৫৫	৬.৫১

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

লক্ষণীয়, ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত নামিক (Nominal) মজুরি হার সূচক গড়ে প্রায় ৬.০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এ সূচক পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৪৬ শতাংশে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাতভিত্তিক মজুরির প্রবৃদ্ধি হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শিল্প খাতে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৫৫ শতাংশ। তবে কৃষি ও সেবা খাতের মজুরি সূচক হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৬.৪০ ও ৬.৫১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান

বিবিএস দেশের শ্রমশক্তির সার্বিক চিত্র নিরূপণের লক্ষ্যে শ্রমশক্তি জরিপ (Labour Force Survey) পরিচালনা করে থাকে। এ জরিপের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব সংক্রান্ত শ্রমবাজার ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের চিত্র পাওয়া যায়। বিবিএস প্রকাশিত সর্বশেষ 'শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭' অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৬.৩৫ কোটি। এর মধ্যে পুরুষ ৪.৩৫ কোটি এবং মহিলা ২ কোটি। কর্মক্ষম জনশক্তির মধ্যে ৬.০৮ কোটি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। শিল্পভিত্তিক বিভাজনে দেখা যায় যে, কর্মে নিয়োজিত জনশক্তির প্রধান অংশ প্রায় ৪০.৬ শতাংশ কৃষিতে, ৩৯.০ শতাংশ সেবা খাতে ও ২০.৪ শতাংশ শিল্প খাতে নিয়োজিত রয়েছে।

'শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭' অনুযায়ী মোট কর্মে নিয়োজিতদের মধ্যে প্রধান অংশ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত, যা প্রায় ৪৪.৩ শতাংশ। চাকুরীজীবী ও পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতদের হার যথাক্রমে ৩৯.১ শতাংশ ও ১১.৫ শতাংশ। পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতদের মধ্যে পুরুষ ১৭ লক্ষ, মহিলা ৫৩ লক্ষ। ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬ অর্থবছরের, ২০১০, ২০১৩ সালের এবং ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতওয়ারি শ্রমিকের (১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে) অংশ সারণি ৩.৪-এ দেখানো হলো:

সারণি ৩.৪ :শিল্পভিত্তিক খাতওয়ারি শ্রমিকের অংশ (%)

(১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে)

খাত	এলএফএস ১৯৯৫-৯৬	এলএফএস ১৯৯৯-০০	এলএফএস ২০০২-০৩	এলএফএস ২০০৫-০৬	এলএফএস ২০১০	এলএফএস ২০১৩	এলএফএস ২০১৫-১৬	এলএফএস ২০১৬-১৭
কৃষি, বনজ ও মৎস্য	৪৮.৮৫	৫০.৭৭	৫১.৬৯	৪৮.১০	৪৭.৩০	৪৫.১০	৪২.৭০	৪০.৬২
খনিজ ও খনন	-	০.৫১	০.২৩	০.২১	০.১৮	০.৪০	০.২০	০.২০
ম্যানুফ্যাকচারিং	১০.০৬	৯.৪৯	৯.৭১	১০.৯৭	১২.৩৪	১৬.৪০	১৪.৪০	১৪.৪৩
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	০.২৯	০.২৬	০.২৩	০.২১	০.১৮	০.২০	০.৩০	০.২০
নির্মাণ	২.৮৭	২.৮২	৩.৩৯	৩.১৬	৪.৭৯	৩.৭০	৫.৬০	৫.৫৮
বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	১৭.২৪	১৫.৬৪	১৫.৩৪	১৬.৪৫	১৫.৪৭	১৪.৫০	১৩.৪০	১৪.৩৪
পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.৩২	৬.৪১	৬.৭৭	৮.৪৪	৭.৩৭	৬.৪০	৯.৪০	১০.৫০
অর্থ, ব্যবসা ও সেবাসমূহ	০.৫৭	১.০৩	০.৬৮	১.৪৮	১.৮৪	১.৩০	১.৬০	১.৯৭
পণ্য ও ব্যক্তিগত সেবাসমূহ	১৩.৮০	১৩.০৭	৫.৬৪	৫.৪৯	৬.২৬	৬.২০	৬.২০	৬.০৮
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	-	-	৬.৩২	৫.৪৯	৪.২৪	৫.৮০	৬.২০	৬.০৮
মোট	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

উৎসঃ বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬, ২০১০, ২০১৩, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭।

শ্রম উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার বাস্তবায়নে বিশেষ করে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং শিল্পে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মধ্য দিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করা বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এছাড়া, শ্রম আইন বাস্তবায়ন এবং তা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুগোপযোগীকরণ, জাতীয় শ্রমনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দক্ষ জনশক্তি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ, শিশুশ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, শ্রম ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(ক) আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন

- শ্রম আইন (সংশোধিত), ২০১৮ প্রণয়নঃ শ্রমজীবী মানুষের আইনানুগ অধিকার বাস্তবায়ন, কমপ্লায়েন্স ও পারস্পরিক সম্পর্কের আইনগত ভিত্তি সুদৃঢ় করা, উৎপাদনশীতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করে বাংলাদেশ শ্রম আইন(সংশোধিত), ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি সহজীকরণ, শ্রমিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে।
- 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫' বাস্তবায়নঃ সংশোধিত শ্রম আইনের আলোকে দেশে প্রথমবারের মত প্রণীত 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫' বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দেশের শ্রম পরিস্থিতি আরো সুসংহত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিধিমালার মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়নে সরকারের দায়িত্ব এবং শ্রমিকদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। ফলে দেশের শ্রম পরিস্থিতি ধারাবাহিকভাবে উন্নততর হচ্ছে।
- 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫' প্রণয়নঃ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নানাবিধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত বিবেচনায় সরকার গৃহকর্মীদের জন্য পর্যায়ক্রমে আইনী কাঠামো তৈরীতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক ধাপ হিসেবে 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫' প্রকাশিত হয়েছে।
- পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকুরির শর্তাবলী)-আইন, ২০১৮: 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন-২০১৫'-এর সুপারিশ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকুরির শর্তাবলী)-আইন, ২০১৮ প্রণীত হয়। সে মোতাবেক দেশের রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের বেতন-ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

(খ) শ্রম খাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ

- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক তৈরি পোশাক শিল্পসহ সকল শিল্প সেক্টরে নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঢাকায় ২৪টি, চট্রগামে ১০টি, গাজীপুরে ১৩টি এবং নারায়ণগঞ্জে ১০টিসহ সর্বমোট ১১২টি পরিদর্শন টিম গঠন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ (জানুয়ারী ২০১৯ পর্যন্ত) অর্থবছরে যথাক্রমে ৩,২৯২টি, ৪,৯৮৫টি ও ২,৭১০টি গার্মেন্টস কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ (জানুয়ারী ২০১৯ পর্যন্ত) অর্থ বছরে যথাক্রমে ২,০০০টি, ২,৬০০টি ও ৪০৫টি কারখানাতে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে। এ সকল কারখানাকে 'গ্রীণ ফ্যাক্টরী' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে।
- অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রমঃ ILO এর সহায়তায় শ্রমিক, মালিক ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের যৌথ স্বাক্ষরে তৈরি পোশাক শিল্পে অগ্নি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি ত্রিপক্ষীয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার আওতায় ILO এর অর্থায়নে 'Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীনে সরকার BUET, ACCORD ও ALLIANCE এর মাধ্যমে মোট

৩,৭৮০টি পোশাক কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও কাঠামোগত নিরাপত্তা মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন করেছে।

- সংস্কার সমন্বয় সেল (RCC) গঠনঃ পোশাক কারখানাগুলোর সংস্কারকাজ পরিচালনা করতে সংস্কার সমন্বয় সেল (আরসিসি) গঠন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভের অধীনে থাকা ১,৫৪৯টি কারখানা আরসিসির নেতৃত্বে সংস্কার করা হবে। এ উদ্যোগে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সাথে থাকবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বুয়েট, রাজউক, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) এবং বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর। এতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে আইএলও। ৩২টি উদ্বুদ্ধকরণ সভার মাধ্যমে ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম জেলার মোট ৭৪৫টি কারখানা মালিক প্রতিনিধির সঙ্গে সংস্কারের অগ্রগতি বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়। সভাগুলোতে সংস্কার কাজ সমাপ্ত করার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হলেও এ পর্যন্ত ৩৮ শতাংশ সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তিঃ কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার লঙ্ঘন বিষয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ এবং অভিযোগ আমলে নিয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর দ্রুততম সময়ের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করে থাকে। অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে উপযুক্ত পাওনা বুঝিয়ে দেয়া হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৩,৪৯২ টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় মোট ২,১৫৪ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া সহজতর করতে অধিদপ্তরে একটি টোল ফ্রি হেল্প লাইন চালু করা হয়েছে। যার নম্বর হলো ১৬৩৫৭। এই হেল্প লাইনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রমিকরা শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালার লঙ্ঘন এবং অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে অভিযোগ জানাতে পারেন।
- ন্যূনতম মজুরীঃ শ্রমিকদের মানসম্মত জীবন যাপন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোট ৪৩টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে ৪২টি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ/পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে। বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি প্রতি ৫ বছর অন্তর পুন:নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। গত তিন অর্থ বছরে (২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯) সর্বমোট ১৬টি শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরি পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট শিল্প সেক্টরসমূহের নিম্নতম মজুরি পুন:নির্ধারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত ২৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরের জন্য নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করা হয়, যা ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে কার্যকর হয়েছে। নতুন মজুরী কাঠামোতে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরী ২০১৩ সালে ঘোষিত ৫,৩০০ টাকা হতে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি করে মাসিক ৮,০০০ টাকা করা হয়েছে। পোশাক শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও বিশ্ব বাজারের মূল্য বিবেচনায় এটি একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত।
- কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদানঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় আহত ৪৩৫ জন শ্রমিক এবং নিহত ১৭০ জন শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৭৭.১০ লক্ষ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- সেফটি কমিটি গঠনঃ বাংলাদেশ শ্রম আইন(সংশোধিত) ২০১৩ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ -তে সেফটি কমিটি সংক্রান্ত বিধান প্রবর্তন হওয়ার পর কারখানায় সেফটি কমিটি গঠনের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর পর থেকে কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত বিভিন্ন কারখানায় মোট ২,০৪৩ টি সেফটি কমিটি গঠন নিশ্চিত করা হয়েছে।
- Industrial Safety Unit গঠনঃ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত সকল কারখানার সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য অধিদপ্তর সম্প্রসারণের দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্গানোগ্রামে সেফটি শাখা ছাড়াও ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি নামক একটি ইউনিট গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই ইউনিটের মাধ্যমে কারখানাগুলোতে স্ট্রাকচারাল, ফায়ার, ইলেকট্রিক্যাল সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলো অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে তদারকি করা হবে। প্রস্তাবিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি ইউনিটের কার্যক্রম প্রধান কার্যালয়সহ প্রস্তাবিত বিভাগীয় অফিস থেকে পরিচালিত হবে। ফলে আরএমজিসহ সকল কারখানার ভবন, বিদ্যুৎ, অগ্নি বিষয়ক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে। আরএমজি কারখানা ছাড়াও অন্যান্য কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্নকরণ

ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা মোতাবেক বিভাগীয় কার্যালয়গুলো কাজ করবে।

(গ) দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

- কর্মক্ষেত্রে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় স্থাপিত ৪টি শিল্পসম্পর্ক শিক্ষায়তন ও বিদ্যমান শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৬,৩৭৬ জন শ্রমিক/ মালিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং শ্রম প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয় , দপ্তর ও অধিদপ্তরে গত জুলাই ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সরকারি বিধি, সাইবার নিরাপত্তা, পিআইএমএস, শ্রমিক শিক্ষা, আউট সোর্সিং ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ৭,১৯৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং সকল স্তরের কর্মচারীদের জন্য ৬৫ দিন ইন-হাউজ প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হয়েছে।
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা: পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি বিষয়ে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, অন্যান্য অংশীজনদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। দেশব্যাপী সকল অংশীজনের মধ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারণার কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই সংস্কৃতি বাস্তবায়নে অধিদপ্তরে "OSH Unit" গঠন করা হয়েছে।

- তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি : বাংলাদেশ সরকার, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর সহায়তায় এবং কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্যের অর্থায়নে আইএলও আরএমজি (RMG) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আইএলও আরএমজি কর্মসূচিটি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য একটি নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে সচেষ্ট। কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয় জুলাই ২০১৭, যা জুন ২০২৩ পর্যন্ত চলবে। আরএমজি কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ের অর্জনগুলোর উপর ভিত্তি করে এর দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম সাজানো হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহের মধ্যে রয়েছে ১,৫৪৯টি গার্মেন্টস কারখানার কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন; কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর(ডাইফ)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি; ৮ লক্ষ এর অধিক পোশাক শ্রমিককে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় উদ্ধারকৃত ৩০০ জনকে মনোসামাজিক ও জীবিকা সহায়তা দেওয়া এবং বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশের কার্যক্রম শুরু করা।
- ILO এর সহযোগিতায় Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in Bangladesh Ready-Made Garment Industry শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এপ্রিল ২০১৬ থেকে মার্চ ২০২১ মেয়াদের প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সুইডেন ও ডেনমার্ক সরকার কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। প্রকল্পটির আওতায় শিল্প-বিরোধ প্রতিরোধ এবং সালিশ ও মধ্যস্থতা কার্যক্রমকে আরও গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ করতে RMG Tripartite Consultative Council (TCC) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য Standard Operating Procedure (SoP) প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরের ৩০ জন কর্মকর্তাকে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ে প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে জীবন দক্ষতা অন্তর্ভূক্তিতে সহায়তার জন্য National Skill Development Council সচিবালয় কর্তৃক "Setting Standards for Life Skills Training"-শীর্ষক প্রকল্পটি ইউএনএফপিএ- এর সহযোগিতায় চলমান রয়েছে ।

- অর্থ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ৫.০২ লক্ষ বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ৬০ শতাংশ অর্থ্যাৎ ৩ লক্ষ জনের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ২,৫৯,৮২৯ লক্ষ জন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, এর মধ্যে ১,৯২,৩১৯ জন অর্থ্যাৎ প্রশিক্ষিতদের ৭৪ শতাংশের কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়াও ১,০৭৮ জন প্রশিক্ষককে দেশে ও ৩৫৯ জন প্রশিক্ষককে বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

(ঘ) শিশু শ্রম নিরসন

বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে শ্রমে নিযুক্ত শিশুর সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৩ সালের শিশুশ্রম সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ১২ লক্ষ এবং শ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ১৭ লক্ষ। ২০০৩ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে শিশুশ্রমে নিযুক্ত শিশুর সংখ্যা ছিল ৩৪ লক্ষ। এসডিজি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বতর্মান সরকারের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে শিশুদের মুক্ত করা এবং ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে শিশুশ্রম মুক্ত করা। সে লক্ষ্যে দেশে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প কারখানা হতে শিশু শ্রম নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের পক্ষে অন্তরায় এমন ৩৮টি কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করে ০৫ মার্চ ২০১৩ তারিখে একটি তালিকা প্রণয়নপূর্বক তা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নারী ও শিশুশ্রম নামে নবসৃষ্ট শাখাটি দেশে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত সকল নীতি ও কার্যক্রম পরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়াধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ নিয়মিত শিশুশ্রম সংক্রান্ত কার্যক্রম মনিটরিং করছে এবং যে সকল শিল্পে শিশুদেরকে শ্রমে নিযুক্ত করা হচ্ছে সে সকল শিল্প মালিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যেই শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত বিষয়ে ১৮২টি মামলা হয়েছে এবং তন্মধ্যে ৪৯টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।
- 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন'-শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের ৩টি ধাপে ২০০২-২০১৭ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৯০,০০০ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে প্রত্যাহার করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসহ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫,০০০ জন পিতা-মাতাকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে মোট ১ লক্ষ শিশুকে ২০২০ সালের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- রপ্তানিমুখী শিল্প খাতে বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্প সেক্টর এবং চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সেক্টরকে শিশুশ্রম মুক্ত করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ১১টি ঝুঁকিপূর্ণ (এ্যালুমিনিয়াম, তামাক/বিড়ি, সাবান, প্লাস্টিক, কাঁচ, স্টোন ক্রাসিং, স্পিনিং, সিল্ক, ট্যানারি, শিপ ব্রেকিং, তাঁত) সেক্টরকে শিশুশ্রম মুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে উল্লিখিত সেক্টরগুলো থেকে শিশুশ্রম অপসারণের জন্য ইতোমধ্যেই ২৩টি জেলা কার্যালয়কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(ঙ) নারী উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

দেশের নারী সমাজের উন্নয়ন এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'নর্দান এরিয়াস রিডাকশন অব পোভার্টি ইনিশিয়েটিভ (NARI)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্রগ্রাম, ঈশ্বরদিতে ডরমেটরি ও ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত ৫টি জেলার (নীলফামারী, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা) ১০,৮০০ জন যুব মহিলাকে গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রদানঃ কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। মোট ৬,২৮৩ জন শ্রমিকের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। এজন্য শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ১৪.৭৬ কোটি টাকা।
- গার্মেন্টসসহ অন্যান্য শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের স্বল্পব্যয়ে ও নিরাপদ আবাসন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ৯৬০ শয্যা ও নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ৭০০ শয্যাসহ মোট ১,৬৬০ শয্যা বিশিষ্ট ২টি ডরমিটরী নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- শিশুকক্ষ স্থাপনঃ কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে শিশুদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন করা হচ্ছে। ডাইফের তত্ত্বাবধানে এ পর্যন্ত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৪,৫৩৭ টি শিশুকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া শিশুকক্ষ স্থাপনের জন্য ৩,৮৭৯ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।
- কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের উন্নয়ন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ও যৌন নিপীড়নসহ অন্যান্য হয়রানি হ্রাসকরণের জন্য 'Gender Equality and Women's Empowerment at Work Place' শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(চ) উদ্ভাবনী ও ডিজিটাল কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করে আসছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সেবা সাধারণের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দিতে a2i প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সেবাদান সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে গ্রাহকদের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে। অধিদপ্তরের ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সারাদেশে এ সহজ পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান শুরু হয়েছে।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ডিজিটাল পরিদর্শন প্রবর্তন একটি বড় উদ্যোগ। এজন্য লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা) নামে একটি মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। অ্যাপটিকে ব্যবহার উপযোগী করতে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে মোট ২৭০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। আন্তর্জাতিক সংস্থা আইএলও এতে সহায়তা প্রদান করছে।
- সেবাসমূহ আরো সহজ ও সংশ্লিষ্টদের দোরগোঁড়ায় পৌঁছানোর জন্য 'শ্রমিকের স্বাস্থ্যকথা' নামে একটি মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া, শ্রমিক ও শ্রম সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ, এন্টি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশনকে স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে হট-লাইন কার্যক্রমও চালু করা হয়েছে।
- বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় শ্রম অধিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত অনলাইন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- শ্রম সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের জন্য শ্রম অধিদপ্তর এর প্রধান প্রধান সেবাসমূহ সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করতে 'পাব্লিকলি এক্সেসিবল ডাটাবেইজ' নামক অনলাইন তথ্যভান্ডার চালু করা হয়েছে।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিলের অনুদান মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সরাসরি শ্রমিক ও তাদের পরিবারের নিকট পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

(ছ) শ্রমিকের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম

শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাঁদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। তাঁদের কল্যাণার্থে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- আইএলও এর সহায়তায় তৈরি পোশাক শিল্পে Better Work Programme বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০০টি কলকারখানা নিবন্ধন করা হয়েছে এবং সেখানে ৪.৫৭ লক্ষ শ্রমিক কর্মরত আছেন,যার ৫৪ শতাংশ নারী শ্রমিক। ২২টি আন্তর্জাতিক ব্রান্ড ও রিটেইলার সক্রিয়ভাবে Better Work Programme কার্যক্রমকে সহায়তা করছে। এ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ২,২৮৬টি এ্যাডভাইজারি ভিজিট সম্পন্ন হয়েছে। ১১৮টি ইন্ডাস্ট্রি সেমিনার, ৩৬০টি এসেসমেন্ট এবং ১৮৫টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে । উক্ত প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে ৭,৫৪৫ জন শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ৩৫ শতাংশ মহিলা প্রশিক্ষণার্থী।
- 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩' এর আওতায় দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল গঠন করা হয়েছে। কোন শ্রমিক দুর্ঘটনাজনিত কারণে দৈহিক ও মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষম হলে, দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করলে, মৃতদেহের পরিবহন ও সৎকার, দূরারোগ্য চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণ, বিশেষ দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ আর্থিক প্রণোদনাসহ বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অনুদান এ তহবিল হতে প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৮,৫৫২ জন শ্রমিককে ২৮.৫৯ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টর বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণার্থে গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিলে মোট রপ্তানি মূল্যের ০.০৩ শতাংশ অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি জমা করা হচ্ছে। জমাকৃত অর্থ থেকে রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীগণকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে বিভিন্ন ধরণের আর্থিক সহায়তা বাবদ প্রদানকৃত অর্থের পরিমান মোট ৫৭.০৪ কোটি টাকা। শতভাগ রপ্তানিমুখি গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরত ৬২ জন অসুস্থ শ্রমিককে চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ২৯.৫৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ৭৭ জন মেধাবী সন্তানকে শিক্ষাবৃত্তি হিসেবে ১৫.৪০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- শ্রম অধিদপ্তারাধীন ৩২ টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও বিনোদনমূলক সেবা প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ৪৭,৫১০ জন শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ১৯,৬৪৮ জন শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, একই অর্থ বছরে সর্বমোট ৬৪,৭৮৩ জন শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিনোদনমূলক সেবা প্রদান করা হয়।
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া ও টংগীতে Occupational Diseases Hospital নামে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ২টি বিশেষায়িত হাসপাতাল জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। হাসপাতাল দুটিতে শ্রমিকদের স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসার জন্য যথাক্রমে ১০০ ও ৭৫ শয্যা সংরক্ষিত থাকবে।
- জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ সাল মেয়াদে পার্বত্য অঞ্চলের শ্রমিকদের কল্যাণে ও দক্ষতা উন্নয়নে রাঙ্গামাটির ঘাগড়ায় ১০ বেডের ক্লিনিক্যাল সুবিধাসহ একটি শ্রম কল্যাণ কমপ্লেক্স নির্মাণ বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- জার্মান সরকারের সহায়তায় কলকারখানা ও শ্রমিকের স্বার্থে শ্রম সংক্রান্ত প্রচলিত আইন ও বিধিমালার টেকসই পরিবর্তন ও আধুনিকায়ন; তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি ইনসুরেন্স স্কীম প্রবর্তন করার লক্ষ্যে ILO কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Implementation of the National Employment Injury Insurance Scheme of Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশ। দেশে ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বৈদেশিক কর্মসংস্থান তথা জনশক্তি রপ্তানি এবং তাঁদের প্রেরিত অর্থ বেকার সমস্যা দূরীকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমশক্তি রপ্তানির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান তথা জনশক্তি রপ্তানিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণসহ প্রবাসীদের কল্যাণার্থে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' তাদের কার্যক্রম জোরদার করেছে। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য 'National Skill Development Council' কে আরো কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮.৮০ লক্ষ যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের চেয়ে ২.৭০ শতাংশ কম। কিন্তু ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৪,৯৮১.৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৭.৩২ শতাংশ বেশী। জুলাই ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৫.৫৭ লক্ষ বাংলাদেশি বিদেশে গমন

করেছেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়কালে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১,৮৬৮.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। সারণি ৩.৫ ও লেখচিত্র ৩.২-এ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের সংখ্যা এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাহের গতিধারা দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৫ ঃ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

অর্থবছর	কর্মজীবীর সংখ্যা (হাজার)	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ			
		মিলিয়ন ডলার	প্রবৃদ্ধি (%)**	কোটি টাকা	প্রবৃদ্ধি (%)**
২০০৮-০৯	৬৫০	৯৬৮৯.১৬	২২.৪২	৬৬৬৭৫.৫১	২২.৮১
২০০৯-১০	৪২৭	১০৯৮৭.৪০	১৩.৪০	৭৬১০৯.৬০	১৪.১৫
২০১০-১১	৪৩৯	১১৬৫০.৩২	৬.০৩	৮২৯৯২.৯০	৯.০৪
২০১১-১২	৬৯১	১২৮৪৩.৪০	১০.২৪	১০১৮৮২.৭৮	২২.৭৬
২০১২-১৩	৪৪১	১৪৪৬১.১৫	১২.৬০	১১৫৬৪৬.১৬	১৩.৫১
২০১৩-১৪	৪০৯	১৪২২৮.৩০	-১.৬১	১১০৫৮২.৩৭	-৪.৩৮
২০১৪-১৫	৪৬২	১৫৩১৬.৯১	৭.৬৫	১১৮৯৮২.৩২	৭.৬০
২০১৫-১৬	৬৮৫	১৪৯৩১.১৪	-২.৫২	১১৬৮৫৬.৭০	-১.৭৯
২০১৬-১৭	৯০৫	১২৭৬৯.৪৫	-১৪.৪৮	১০১০৯৯.৬২	-১৩.৪৮
২০১৭-১৮	৮৮০	১৪৯৮১.৬৯	১৭.৩২	১২৩১৫৬.০১	২১.৮২
২০১৮-১৯*	৫৫৭	১১৮৬৮.৯৭	১০.২৮	৯৯৫৭৯.০০	১৩.১৯

উৎসঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক। **নোট:** * মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত।
**২০১৮-১৯ অর্থ বছরের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায়।

লেখচিত্র ৩.২: জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের গতিধারা

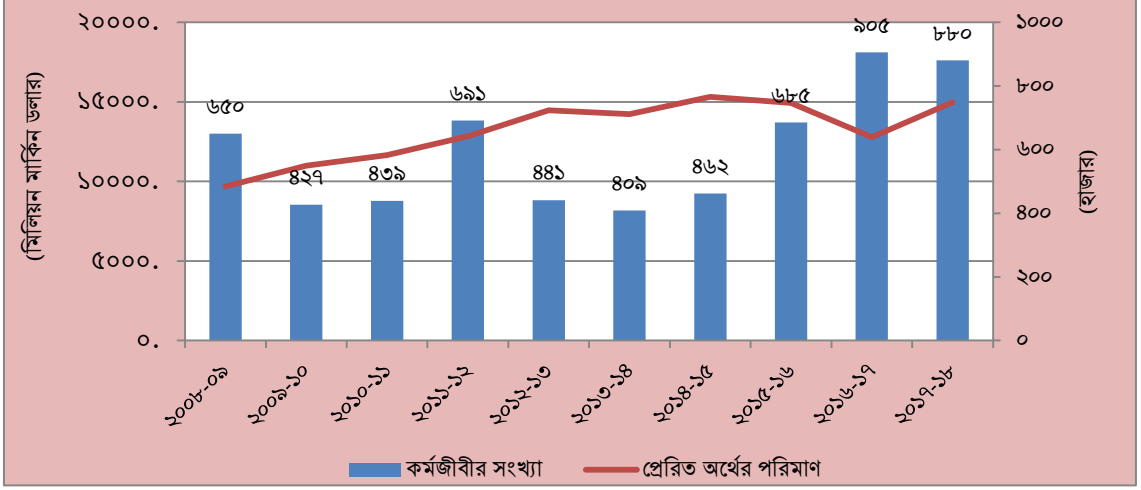

উৎসঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক।

উল্লেখ্য, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় রেমিট্যান্স জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হার বৃদ্ধি পায়। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জিডিপি ও মোট পণ্য রপ্তানির শতকরা হারে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯.৪৪ শতাংশ ও ৬২.২৫ শতাংশ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে রেমিট্যান্সের পরিমাণ জিডিপি'র প্রায় ৫.৪৯ শতাংশে এবং মোট পণ্য রপ্তানির ৪০.৮৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। সারণি ৩.৬ এবং লেখচিত্র ৩.৩ -এ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৬ ঃ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স

অর্থবছর	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
জিডিপির শতকরা হার	৯.৪৪	৯.৫২	৯.০৫	৯.৬৩	৯.৬৪	৮.২৩	৭.৮৬	৬.৭৬	৫.১১	৫.৪৯
রপ্তানির শতকরা হার	৬২.২৫	৬৩.৪৮	৫০.৮২	৫২.৯২	৫৩.৫২	৪৭.১৫	৪৯.৭৮	৪৩.৫৮	৩৬.৮৫	৪০.৮৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৩.৩: জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স

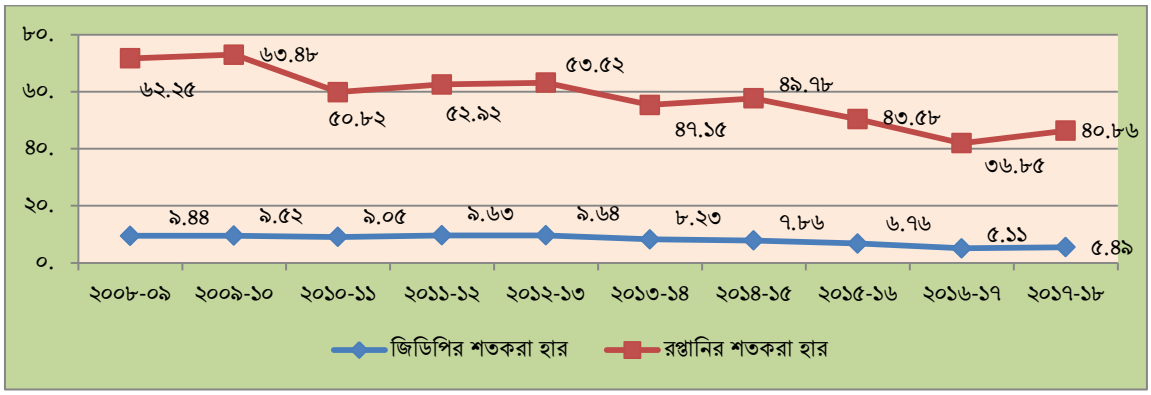

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি

জনশক্তি রপ্তানির ধরন অর্থাৎ পেশাগত দিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিগত ১০ বছরে স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির গড় হার মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ৩৭ শতাংশ। সারণি ৩.৭ -এ শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। উক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সাম্প্রতিককালে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পেশাজীবি জনশক্তি রপ্তানি ২০১৬ ও ২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেলেও ২০১৮ সালে হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে আধা দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার অপরিবর্তিত রয়েছে।

সারণি ৩.৭ঃ শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা

সাল	পেশাজীবী	দক্ষ	আধা-দক্ষ	স্বল্পদক্ষ	অন্যান্য	মোট
২০০৯	১৪২৬	১৩৪২৬৫	৭৪৬০৪	২৫৫০৭০	৮৪৮৫	৪৭৫২৭৮
২০১০	৩৮৭	৯০৬২১	১২৪৬৯	২৮৭২২৫	৭৫৬০	৩৯০৭০২
২০১১	১১৯২	২২৯১৪৯	২৮৭২৯	৩০৮৯৯২	৭৪৪০	৫৬৮০৬২
২০১২	৮১২	২০৯৩৬৮	২০৪৯৮	৩৭৭১২০	৯৫০৯	৬০৭৭৯৮
২০১৩	৬৮৯	১৩৩৭৫৪	৬২৫২৮	২১২২৮২	৯২২৪	৪০৯২৫৩
২০১৪	১৭৩০	১৪৮৭৬৬	৭০০৯৫	১৯৩৪০৩	১১৬৯০	৪২৫৬৮৪
২০১৫	১৮২৮	২১৪৩২৮	৯১০৯৯	২৪৩৯২৯	৪৬৯৭	৫৫৫৮৮১
২০১৬	৪৬৩৮	৩১৮৮৫১	১১৯৯৪৬	৩০৩৭০৬	১০৫৯০	৭৫৭৭৩১
২০১৭	৪৫০৭	৪৩৪৩৪৪	১৫৫৫৬৯	৪০১৭৯৬	১২৩০২	১০০৮৫১৮
২০১৮	২৬৭৩	৩১৭৫২৮	১১৭৭৩৪	২৮৩০০২	১৩২৪৪	৭৩৪১৮১

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৩.৭ এবং লেখচিত্র ৩.৪(ক) ও ৩.৪(খ) থেকে দেখা যায় যে, ২০০৯ সালে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ছিল মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ২৮ শতাংশ, যা ২০১৮ সালে ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩ শতাংশে। তবে স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার ৫৪ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০১৮ সালে দাঁড়িয়েছে ৩৯ শতাংশ।

লেখচিত্র ৩.৪ (ক) : ২০০৯ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা

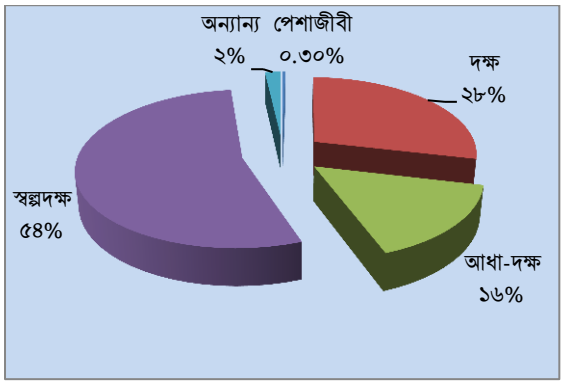

লেখচিত্র ৩.৪ (খ): ২০১৮ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা

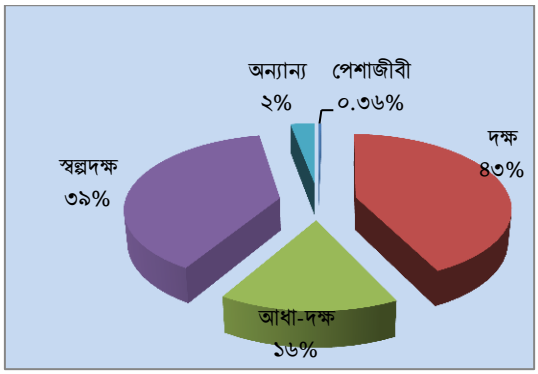

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক।

দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স

বাংলাদেশের প্রবাসী জনশক্তির অধিকাংশই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কাতার, ওমান, কুয়েত ও সিংগাপুরে কর্মরত। এছাড়া, বাহরাইন, জর্ডান, লেবানন, ইরাক, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রুনাই, মরিসাস, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ইতালিসহ অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশি জনশক্তি কর্মরত রয়েছে। সারণি ৩.৮ এবং লেখচিত্র ৩.৫ (ক) ও ৩.৫ (খ)-এ ২০০৯ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি জনশক্তি রপ্তানির পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৮ঃ দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির সংখ্যা

সাল	সৌদি আরব	ইউএই	মালয়েশিয়া	কাতার	ওমান	সিংগাপুর	কুয়েত	ইরাক	জর্ডান	বাহরাইন	অন্যান্য	সর্বমোট
২০০৯	১৪৬৬৬	২৫৮৩৪৮	১২৪০২	১১৬৭২	৪১৭০৪	৩৯৫৮১	১০	৪১২	১৬৯১	২৮৪২৬	৬৬৭৩৭	৪৭৫২৭৮
২০১০	৭০৬৯	২০৩৩০৮	৯১৯	১২০৮৫	৪২৬৪১	৩৯০৫৩	৪৮	২২৮৮	২২৩৫	২১৮২৪	৫৯২৩২	৩৯০৭০২
২০১১	১৫০৩৯	২৮২৭৩৯	৭৪২	১৩১১১	১৩৫২৬৫	৪৮৬৬৭	২৯	২৩৪	৪৩৮৭	১৩৯৯৬	৫৩৮৮৪	৫৬৮০৬২
২০১২	২১২৩২	২১৫৪৫২	৮০৪	২৮৮০১	১৭০৩২৬	৫৮৬৫৭	২	৩৫৯	১১৭২৬	২১৭৭৭	৭৬৩৪১	৬০৭৭৯৮
২০১৩	১২৬৫৪	১৪২৪১	৩৮৫৩	৫৭৫৮৪	১৩৪০২৮	৬০০৫৭	৬	৭৪৫৬	২১৩৮৩	২৫১৫৫	৭২৮৩৬	৪০৯২৫৩
২০১৪	১০৬৫৭	২৪২৩২	৫১৩৪	৮৭৫৭৫	১০৫৭৪৮	৫৪৭৫০	৩০৯৪	১৩৬২৭	২০৩৩৮	২৩৩৭৮	৭৭০১৪	৪২৫৬৮৪
২০১৫	৫৮২৭০	২৫২৭১	৩০৪৮৩	১২৩৯৬৫	১২৯৮৫৯	৫৫৫২৩	১৭৪৭২	১৩৯৮২	২২০৯৩	২০৭২০	৫৮২৬৩	৫৫৫৮৮১
২০১৬	১৪৩৯১৩	৮১৩১	৪০১২৬	১২০৩৮২	১৮৮২৪৭	৫৪৭৩০	৩৯১৮৮	৪৭৩৮	২৩০১৭	৭২১৬৭	৬৩০৯২	৭৫৭৭৩১
২০১৭	৫৫১৩০৮	৪১৩৫	৯৯৭৮৭	৮২০১২	৮৯০৭৪	৪০৪০১	৪৯৬০৪	৩৮১৯	২০৪৪৯	১৯৩১৮	১২৮৬১৮	১০০৮৫২৫
২০১৮	২৫৭৩১৭	১৭৮৬	১৭৫৯২৭	৭৬৫৬০	৭২৫০৪	৪১৩৯৩	২৭৬৩৭	১৯৫৬৭	৯৭২৪	৭৩১	৫১০৩৫	৭৩৪১৮১
২০১৯*	৮৬২১৯	৯০৬	৫৫	২৩৫৪৭	২০২৬৩	১০২০৭	২৯১০	৪৭৭১	৪৯৫৪	১	১১৪৯৫	১৬৫৩২৮

উৎসঃ জনশক্তি কর্ম-সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ ব্যাংক। *মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত

বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। চলতি দশকে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ২০০৯ সালে মোট জনশক্তি রপ্তানির সিংহভাগ ৫৪ শতাংশ হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে, অথচ ২০১৮-তে এ হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ০.২৪ শতাংশে। অন্যদিকে সৌদি আরবে ২০০৯ সালে জনশক্তি রপ্তানি মোট জনশক্তি রপ্তানির মাত্র ৩ শতাংশ হলেও ২০১৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫ শতাংশে দাঁড়ায় , আবার ২০১৮ সালে হ্রাস পেয়ে ৩৫ শতাংশ হয়েছে। মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি ২০০৮ সালে মোট জনশক্তি রপ্তানির মাত্র ৩ শতাংশ হলেও ২০১৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪ শতাংশে দাঁড়ায় । কাতারে ২০০৯ সালে ৩ শতাংশ জনশক্তি রপ্তানি হলেও ২০১৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১০ শতাংশ হয়েছে, অন্যদিকে বাহরাইনে ২০০৯ সালে ৬ শতাংশ জনশক্তি রপ্তানি হলেও ২০১৮ সালে তা হ্রাস পেয়ে প্রায় শূন্য শতাংশে নেমে আসে। ওমানে জনশক্তি রপ্তানি ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১৮ -তে বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার সিংগাপুরে জনশক্তি রপ্তানি ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১৮ -তে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৬ শতাংশ হয়েছে। ২০০৯ সালে বিদেশগামী নারী কর্মীর সংখ্যা ছিল ২২,২২৪ জন, ২০১৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১,২১,৯২৫ জন এ দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী যে কোনো বছরের তুলনায় সর্বাধিক। ২০১৮ সালে নারী কর্মী গমনের সংখ্যা ১,০১,৬৯৫ জন, যা মোট কর্মী গমনের প্রায় ১৪ শতাংশ।

লেখচিত্র ৩.৫ (ক) ঃ ২০০৯ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার

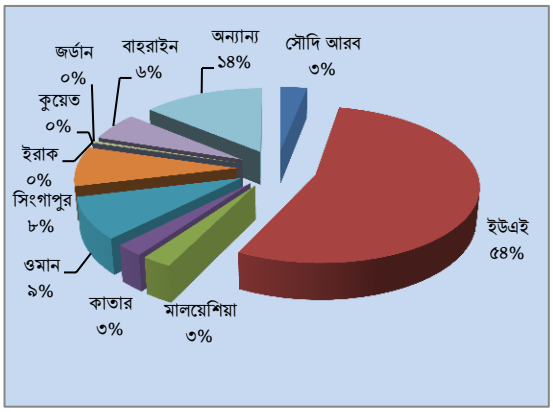

লেখচিত্র ৩.৫ (খ) ঃ ২০১৮ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার

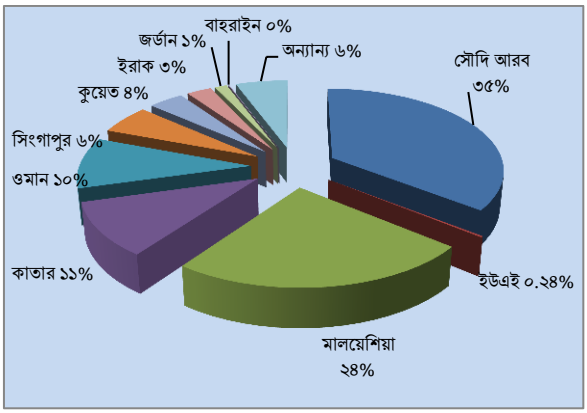

উৎসঃ জনশক্তি কর্ম-সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ হতে। মোট রেমিট্যান্স আয়ের একক অংশ হিসেবে সৌদি আরব এখনো শীর্ষে অবস্থান করলেও এ হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে সৌদি আরব থেকে মোট রেমিট্যান্সের ৩০ শতাংশ এসেছে, কিন্তু ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে তা দাঁড়িয়েছে ১৭ শতাংশে। পক্ষান্তরে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থানকারী সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) রেমিট্যান্স ১৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৬ শতাংশ ও যুক্তরাষ্ট্রের রেমিট্যান্স ১৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৩ শতাংশ হয়েছে। একইভাবে কুয়েত ও যুক্তরাজ্যের রেমিট্যান্সের হার হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, ওমান, কাতার ও মালয়েশিয়ার রেমিট্যান্সের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। মালয়েশিয়ার রেমিট্যান্সের হার ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের ৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭ শতাংশ হয়েছে। ইটালী'র রেমিট্যান্স ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্সের ৪.৪ শতাংশ এসেছে ইটালী থেকে। সারণি ৩.৯-এ ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ এবং লেখচিত্র ৩.৬ (ক) ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এবং ৩.৬ (খ) তে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আয়ে শতকরা হারের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৯ ঃ দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	সৌদি আরব	ইউএই	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	কুয়েত	মালয়েশিয়া	যুক্তরাজ্য	ওমান	কাতার	বাহরাইন	ইটালি	অন্যান্য	সর্বমোট
২০০৮-০৯	২৮৫৯.১	১৭৫৪.৯	১৫৭৫.২	৯৭০.৮	২৮২.২	৭৮৯.৭	২৯০.১	৩৪৩.৪	১৫৭.৫	-	৫০১.৪	৯৬৮৯.৩
২০০৯-১০	৩৪২৭.১	১৪৫১.৯	১৮৯০.৩	১০১৯.২	৫৮৭.১	৮২৭.৫	৩৪৯.১	৩৬০.১	১৬.৫	-	৮৬৫.২	১০৯৮৭.৪
২০১০-১১	৩২৯০.০	২০০২.৬	১৮৪৮.৫	১০৭৫.৮	৭০৩.৭	৮৮৯.৬	৩৩৪.৩	৩১৯.৪	১৮৫.৯	-	৭৯৮.২	১১৬৫০.৩
২০১১-১২	৩৬৮৪.৪	২৪০৪.৮	১৪৯৮.৫	১১৯০.১	৮৪৭.৫	৯৮৭.৫	৪০০.৯	৩৩৫.৩	২৯৮.৫	-	৮৮৪.৫	১২৮৪৩.৪
২০১২-১৩	৩৮৩১.৯	২৮২৯.৪	১৮৫৯.৮	১১৮৬.৯	৯৯৭.৪	৯৯১.৬	৬১০.১	২৮৬.৯	৩৬১.৭	-	১০০৬.৭	১৪৪৬১.২
২০১৩-১৪	৩১১৯.৬	২৬৮৪.৯	২৩২৩.৩	১১০৬.৯	১০৬৪.৭	৯০১.২	৭০১.১	২৫৭.৫	৪৫৯.৪	-	১১৮০.৩	১৪২২৮.০
২০১৪-১৫	৩৩৪৫.২	২৮২৩.৮	২৩৮০.২	১০৭৭.৮	১৩৮১.৫	৮১২.৩	৯১৫.৩	৩১০.২	৫৫৪.৩	২৬০.১৬	১২৭২.৯	১৫৩১৬.৯
২০১৫-১৬	২৯৫৫.৬	২৭১১.৭	২৪২৪.৩	১০৪০.০	১৩৩৭.১	৮৬৩.৩	৯০৯.৭	৪৩৫.৬	৪৯০.০	৩৫১.৩১	১৩৭৬.৫	১৪৯৩১.০
২০১৬-১৭	২২৬৭.২২	২০৯৩.৫৪	১৬৮৮.৮৬	১০৩৩.৩১	১১০৩.৬২	৮০৮.১৬	৮৯৭.৭১	৫৭৬.০২	৪৩৭.১০	৫১০.৭৮	১৫৩৬.০০	১২৭৬৯.৫
২০১৭-১৮	২৫৯১.৫৮	২৪২৯.৯৬	১৯৯৭.৪৯	১১৯৯.৭০	১১০৭.২১	১০৬.০১	৯৫৮.১৯	৮৪৪.০৬	৫৪১.৬২	৬৬২.২২	১৮৭৫.২৪	১৪৯৮১.৬৯
২০১৮-১৯*	২২৪০.৯৪	১৮৬৫.৬০	১৩৩২.৯৫	১০৩৬.৮১	৮৬৯.১৫	৮৪৮.৬৪	৭৫৮.০৫	৭৩৪.৩৯	৩৪৮.৮২	৫৭০.০৪	১২৬৩.৫৮	১১৮৬৮.৯৭

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।*মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৩.৬ (ক): ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আয়ের শতকরা হার

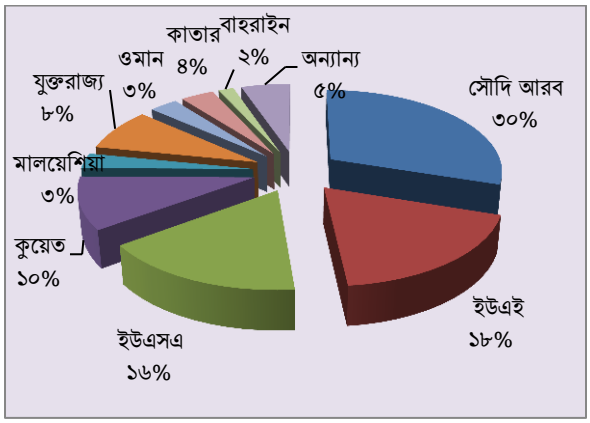

লেখচিত্র ৩.৬ (খ): ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আয়ের শতকরা হার

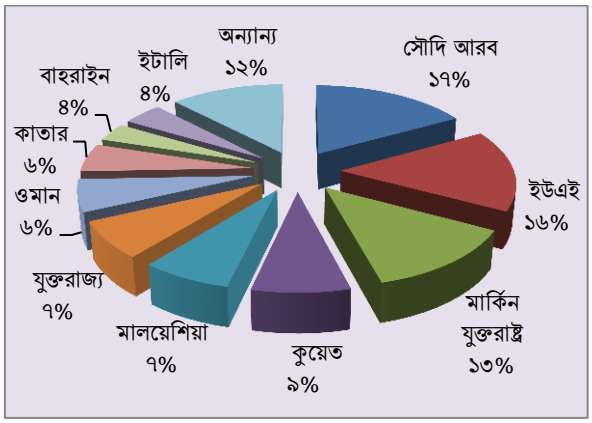

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান, দক্ষ কর্মী তৈরি ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(ক) শ্রম বাজার সম্প্রসারণ

মধ্যপ্রাচ্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও বিশাল শ্রমবাজার। বর্তমানে এ অঞ্চলে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শ্রমিকদের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত শ্রমবাজার ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য দেশে নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রমবাজার সম্প্রসারণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একটি আলাদা শ্রমবাজার গবেষণা সেল গঠন করা হয়েছে। মোট ৫৩টি দেশে নতুন শ্রমবাজার গবেষণা করা হয়েছে। একইসাথে বিদেশগামী কর্মীদের অভিবাসন ও সম্মানজনক চাকুরি নিশ্চিতকরণের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাপানের সাথে বাংলাদেশ হতে গৃহকর্মী প্রেরণের বিষয়ে একটি সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে জাপানে সীমিতভাবে কর্মী প্রেরণ শুরু হয়েছে।

(খ) অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

অভিবাসী ব্যয় কমানো এবং বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সি সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত আইনে উচ্চ অভিবাসন ব্যয় গ্রহণকারী বা অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৬টি গন্তব্য দেশের জন্য দেশভিত্তিক সর্বোচ্চ অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা-২০১৭' অনুমোদন করা হয়েছে।

(গ) প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অদক্ষ শ্রমিকের তুলনায় দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বেশি । এ কারণে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের উপর সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮ সালে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে ৫৫টি ট্রেডে ৬.৮২ লক্ষ কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৪১টি কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আরো ৫০টি টিটিসি নির্মাণের প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিএমইটির কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে এসব কেন্দ্রের ৩৫৭ জন প্রশিক্ষককে বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সৌদি আরব ও হংকং এর সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে যাতে নারী কর্মীরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে সরাসরি বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হচ্ছে।

(ঘ) ডিজিটাইশেনের মাধ্যমে বহির্গমন প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন

রিক্রুটিং এজেন্সি এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস ও প্রতারণা রোধে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফিংগার প্রিন্টসহ বিদেশগামী কর্মীর যাবতীয় তথ্য ডাটাবেজে নিবন্ধন করা হচ্ছে। উক্ত ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে স্মার্ট কার্ডের সাহায্যে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। স্মার্ট কার্ডে রেকর্ড থাকার কারণে বিমানবন্দরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মীর

এমবারকেশন কার্ড প্রিন্ট হওয়ার ফলে বিমানবন্দরে কর্মীদের হয়রানি অনেকাংশে বন্ধ হয়েছে। এছাড়া, ২৫টি জেলায় বিদেশ গমনেচ্ছুক কর্মীদের সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রি-ডিপারচার ও ফিঙ্গার প্রিন্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে ভিসা যাচাই ও অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর ফলে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত হচ্ছে ও বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক সমতার ভিত্তিতে বিদেশে কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

(ছ) বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ উৎসাহিতকরণ

বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ উৎসাহিতকরণে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- অনিবাসীর অনুকূলে নিবাসীর পক্ষে Bid Bond ইস্যু প্রসঙ্গে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক (এডি ব্যাংক) কর্তৃক নিবাসী বাংলাদেশীর পক্ষে বিদেশী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির অনুকূলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে পণ্য/সেবা সরবরাহের জন্য Bid Bond ইস্যুকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে
- সরকারি এবং বেসরকারি খাতে গৃহীত বহিঃঋণ পরিশোধ প্রসঙ্গে সরকারি সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যথাঃ ইপিজেড, ইজেড ও অন্যান্য বিশেষায়িত জোনের প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক যথাক্রমে standing Committee on Non-Concessional Loan (SCNCL) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদনক্রমে গৃহীতব্য সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট/ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধ, ঋণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খরচ নির্বাহে রেমিট্যান্স প্রেরণে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের অনুকূলে সাধারণ প্রাধিকার অর্পণ এবং গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশান্স-২০১৮ এর নির্দেশনায় SCNCL এর অনুমোদনক্রমে গৃহীতব্য ঋণের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে
- অনিবাসীর পক্ষে নিবাসী ব্যক্তির অনুকূলে গ্যারান্টি ইস্যু প্রসঙ্গেঃ অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহকে অনিবাসী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিবাসী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিদেশী ব্যাংকের ব্যাক টু ব্যাক/কাউন্টার গ্যারান্টি ছাড়াও অর্ন্তমূখী রেমিট্যান্স এর বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা সমপরিমাণ টাকায় গ্যারান্টি ইস্যুর বিষয়ে সাধারণ প্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।